দৈনিক সংবাদ

তারিখ MAY 8 1999
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৭

কেমন আছে

পটুয়াখালী কৃষি কলেজ

মাহবুবুর রহমান

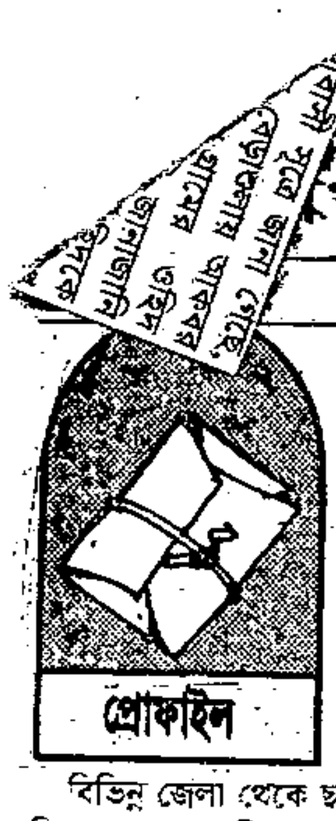

সুজলা-সুফলা-শস্য-শ্যামলা আমাদের এই বাংলাদেশ। বাংলাদেশ একটি কৃষিপ্রধান দেশ। নদীনালা, খালবিল ইত্যাদি বাংলাদেশকে জালের মত জড়িয়ে রেখেছে। আর এই খালবিল, নদীনালা ইত্যাদি দ্বারা পরিবেষ্টিত দক্ষিণ বাংলার ঐতিহ্যবাহী এক অত্যাধুনিক, অট্টালিকা নিয়ে প্রতিষ্ঠিত পটুয়াখালী কৃষি কলেজ। ১৯৬৯ সালে তৎকালীন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব (পরবর্তীতে মন্ত্রী) কেরামত আলী কলেজটি প্রতিষ্ঠিত করেন। বর্তমানে কলেজটি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাফিলিয়েটেড প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিবছর দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট উন্নয়নে সুযোগ্য কৃষিবিদ তৈরি করছে।

বিভিন্ন জেলা থেকে ছাত্রছাত্রীরা এখানে এসে পড়াশুনা করে থাকে। সবার দেখাশুনা ও শিক্ষাদানের দায়িত্বে আছেন সুযোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকা। তাদের মধ্যে লেকচারার, সহকারী অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, অধ্যাপক রয়েছেন। আবার বেশ কয়েকজন ডক্টরেট ডিগ্রিপ্রাপ্ত টিচারও রয়েছেন। এছাড়া মাঝে মধ্যে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হতে অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী 'ভিজিটিং টিচার' হিসেবে এসে থাকেন।

ক্লাসের সময় সকাল ৮টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত। আবার খানিকক্ষণ বিরতি দিয়ে বিকেল ৩টা থেকে ৫টা পর্যন্ত। ফাঁকে ফাঁকে জমে উঠে গল্পের ঝড়। ক্যাফেটেরিয়া, ক্যান্টিন, পানির উপর ভাসমান (ফ্লটিংয়ে) আড্ডা জমার কেন্দ্রবিন্দু। মনে হয় দারুণ পড়াশুনা ও আইটেম (পিরিওডিক্যাল, টিউটোরিয়াল, ফাইনাল) পরীক্ষার ফাঁকে এ আড্ডাটুকু আনে অবসাদ কাটানোর অপার আনন্দ। আঠার-বাইশ ঘন্টা পড়া আর ক্লাসের ফাঁকে ও কর্তৃপক্ষের সহায়তায় ছাত্রছাত্রীরা উপভোগ করে বিশেষ স্টাডি ট্যুর, দর্শনীয় স্থানে পিকনিকের সুযোগ। প্রতিবছর বাংলাদেশের ঐতিহ্য, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি সাগর কন্যা 'কুয়াকাটা' সমুদ্র সৈকতে যাওয়া যায়। আবার প্রতিবছর সার্ক (SAARC) ভুক্ত বিভিন্ন দেশে ট্যুর হয়ে থাকে।

আর ছুটি সেতো অমাবস্যার চাঁদ। শুধু ক্লাস আর পড়া। পড়া আর ক্লাস। হরতাল, অবরোধ, অসহযোগ কোনটাই থামাতে পারে না এর গতি। তবে ছাত্রছাত্রীদের আশা পূর্ণ করে ঈদ, পূজা ইত্যাদি উৎসবের আনন্দে। আর ২/১ দিন ছুটি সেতো হারিয়ে যায় অতল গভীরে।

ক্যান্টিন। ক্ষুধা, তৃষ্ণা একটু অবসর কাটানোর স্থান। ক্লাসশেষ, দৌড়ে ঢুকল 'মনির' ক্যান্টিনে। সাত্তার ভাই, কেক। পিছন পিছন ঢুকল 'জালাল' দুইটা গরম সিঙ্গাড়া। পাশ থেকে আহমেদ এবং স্বপন বলে উঠলো আমাদের কিন্তু সমুচা। মুহূর্তেই আপ্যায়ন। ব্যস শুরু হলো খাওয়া আর গল্প। আর বাদশাহর দোকানের চা-বিস্কিটতো আছেই। ক্লাসের সময় হলেই দৌড়ে গেল ওরা। ঢুকল আরেক দল ----। আর ডাইনিংয়ের খাবার। সেতো মুখেই দেওয়া যায় না। যেদিন ডাইনিংয়ে ডাবল ডাল (ঘন ডাল এবং পাতলা ডাল) দেয়া হয় সেদিন ডাইনিং সচিবের চৌদ্দগোষ্ঠী উদ্ধার করা হয়।

সবুজ বন-বনানী দ্বারা ঘেরা কলেজ ক্যাম্পাসের উত্তর-পশ্চিম দিকে আধুনিক সুযোগ-সুবিধাসম্পন্ন সুরম্য প্রাসাদই হল ছেলেদের হলো 'শেরে বাংলা হল' আর ঠিক তার পূর্বদিকে কাঁটাতার দিকে ঘেরা মেয়েদের হল 'চাঁদ সুলতানা হল'। চারদিকে ঘুরানো সারি সারি কক্ষ দুই পাশে ডাইনিং রুম, টিভি রুম। বর্তমানে ৭টি ব্যাচে (যদিও চারটি ব্যাচ থাকার কথা) ৫শ' জনের মতো ছাত্রছাত্রী অধ্যয়ন করাতে ছেলেদের হলে সিট সমস্যা প্রকট। বিকেলে হলের সামনে জমে উঠে বিভিন্ন খেলাধুলা ও জম্পেস আড্ডা।

রাতের অন্ধকারে কলেজটিকে মনে হয় আস্ত একটি জলযান, বর্ষাকালে চারদিকে পানি আর পানি এবং সারি সারি ল্যাম্পপোস্ট চোখে পড়ে। আশেপাশে লোকালয় কম। আর বিদ্যুৎ চলে গেলে ভুতুড়ে পরিবেশের সৃষ্টি হলেও সেটা সাময়িক সময়ের জন্য।

পড়াশুনার দিক থেকে কলেজটি বরাবরই ভাল। প্রতিবছর ১০০% পাস করে থাকে। ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক। দু'চারজন এক জায়গায় মিলিত হলে খুনির আড্ডায় এথ্রিকালচারের বিভিন্ন টার্মের ব্যবহার বড় একটা অংশ জুড়ে স্থান পায়।